তারিখ 16 NOV 2015
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

সংবাদ

সংসদে শিক্ষামন্ত্রী —

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে পৃথক কমিশন হবে

সংসদ বার্তা পরিবেশক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পৃথক কমিশন গঠন করার প্রস্তাব হঠাৎ করে আসেনি। এই বিষয়টি জাতীয় শিক্ষা নীতিতেই রয়েছে। গতকাল দশম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনের ৬ষ্ঠ কার্যদিবসে শিক্ষামন্ত্রী ৩০০ বিধিতে দেয়া বিবৃতিতে এসব কথা বলেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের বিষয়ে সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে- গত বৃহস্পতিবার শিক্ষক : 2/6

শিক্ষক : নিয়োগে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

সংসদে এমন দাবি তোলেন একাধিক সদস্য। তারা প্রতিপত্রটি পুনরায় যাচাই করার প্রস্তাব করেন। এই দাবি এবং প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে রোববার শিক্ষামন্ত্রী ৩০০ বিধিতে এ বিবৃতি দেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সংসদ সদস্যদের অনেকেই অভিযোগ করেছেন, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে তাদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। বাস্তবে এটি হঠাৎ করে করা হয়নি। শিক্ষকদের মান বাড়াতে পিএসসি'র আদলে একটি কমিশন গঠন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার সুপারিশ আমাদের জাতীয় শিক্ষা নীতিতেই করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা কমিশনের এ প্রস্তাব পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের কথা বলেছেন। এই সংসদ সেটি পাস করিয়েছে। এখানে সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা খর্ব করা হয়নি। তিনি বলেন, বর্তমানে বিধি অনুযায়ী একজন সংসদ সদস্য ৪টি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হতে পারেন। সেই হিসাবে ১৪শ প্রতিষ্ঠানে তারা সভাপতি রয়েছেন। এর বাইরেও যদি ধরি তাহলে হয়তো তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি সংসদ সদস্যরা। অথচ সারাদেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে ৩৬ হাজার ৭১টি। মন্ত্রী বলেন, আমরা যতই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাড়াই, আমাদের শিক্ষকদের মান যদি সেই পর্যায়ে না হয় তাহলে লাভ নেই। শিক্ষকদের মান বাড়াতে না পারলে নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে না। তাই শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যদের বাছাই করতে পিএসসির আদলে একটি কমিশন গঠন করার পরিপত্র জারি করা হয়েছে।